54

আজকের কাগজ

তারিখ 24 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১৩

এসএসসি'র নিয়ম নীতিতে ব্যাপক রদবদল
হয়রানির শিকার হবে প্রচুর শিক্ষার্থী

বিপ্লব রহমান : এ বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার নিয়ম নীতিতে ব্যাপক রদ-বদল করা হয়েছে। এতে কয়েক লাখ নিয়মিত পরীক্ষার্থী 'হয়রানির শিকার এবং কয়েক হাজার অনিয়মিত পরীক্ষার্থী পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে বলে ঢাকা বিভাগীয় বোর্ডের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র মতে, এ বছর ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতায় প্রায় ৭ লাখ ৩০ হাজার পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। অন্যান্য বছরের নিয়ম অনুসরণ না করে এবার দেশের ৪টি বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উভয় বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। এ দু'বিষয়ে পাশ করলেই কেবল পরীক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ বলে গণ্য করা হবে। সিদান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, আগামী বছর থেকে পরীক্ষার্থীদের উল্লেখিত বিষয়ে আলাদা আলাদাভাবে পাশ করতে হবে। এতে একদিকে যেমন পরীক্ষার্থীরা হয়রানির শিকার হবে, অন্যদিকে এ বছর অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের আগামীবার এসএসসি পরীক্ষার জন্যে বাড়তি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

সূত্র জানায়, সম্প্রতি শিক্ষা-সচিবের এক নির্দেশে জানানো হয়েছে যে, এ বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ রেজিস্ট্রেশনধারী ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। তারা কেবলমাত্র অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। এ সিদ্ধান্তের কারণে এবছর ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রায় ৭০ হাজার অনিয়মিত পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে বাস্তবত নবম শ্রেণীতে যাদের নাম রেজিস্ট্রেশন আছে, কেবল তারাই অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কেননা, ৪টি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৫ সালের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার আবেদনপত্র এবং বোর্ড থেকে দেয়া রেজিস্ট্রেশন পত্র যাচাই করলে দেখা যাবে, এ বোর্ডগুলোতে ৬০ থেকে ৭০ হাজার পরীক্ষার্থী স্কুল বদল করেছে। এছাড়া ১৯৯৪ সালে কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে প্রায় ১২ হাজার পরীক্ষার্থী স্কুল বদল করে পরীক্ষার আবেদন পত্র পূরণ করেছে বলে জানা গেছে।

সচেতন মহলের মতে, এসএসসি পরীক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে খামখেয়ালীপনার অবসান হওয়া এবং এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণে দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়া বাঞ্ছনীয়।